সংবাদ

তারিখ NOV. 04 2006 ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয় কোষাগারে জমা দেয়ার আদেশ জারি

হাসান আরিফ

এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) আয় সরকারি কোষাগারে জমাদান সংক্রান্ত নীতিমালা আগামী ৩ মাসের মধ্যে প্রণয়ন করতে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। গত ৩১ অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের (শাখা-৩) সিনিয়র সহকারী সচিব মো. হাবিবুর রহমান এই প্রজ্ঞাপন জারি করেন। সরকারের এই আদেশে শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এক গ্রুপ সরকারকে অভিনন্দন জানালেও আরেক গ্রুপ সরকারকে শিক্ষক-বিদ্বেষী ও প্রতারক বলেছে। তারা বলেন, প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এক পয়সাও নিতে পারবে না। নেতৃবৃন্দ বলেছেন, ছাত্র বেতনের বিনিময়ে ১০ ভাগ বেতন চাই না। ৯০ ভাগের মতোই বিনা শর্তে ১০ ভাগ দিতে হবে। নয়তো শিক্ষা ক্ষেত্রে আগুন জ্বলবে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, চলতি অর্থবছর থেকে (২০০৬-০৭) এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ৯০ ভাগের জায়গায় কিছু সুপারিশের আলোকে ১০০ ভাগ সরকারি কোষাগার থেকে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সরকার এই সিদ্ধান্ত চলতি বছরের জুলাই থেকে ৫ ভাগ কার্যকর করবে আর বাকি ৫ ভাগ ২০০৭-০৮ সালের অর্থবছর থেকে কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, বর্ধিত ১০ ভাগ বেতনের মধ্যে ৫ ভাগ বেতন জুলাই ২০০৬ থেকে প্রদান করা হবে, যা ২০০৬-০৭ অর্থবছরের বাজেট থেকে নির্বাহ হবে। অবশিষ্ট ৫ ভাগ বেতন বকেয়া হিসেবে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বাজেট থেকে প্রদান করা হবে; কিন্তু যেসব শিক্ষক-কর্মচারী বিদেশে কর্মরত রয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে এই আদেশ প্রযোজ্য হবে না। একই সঙ্গে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয় সরকারি কোষাগারে জমাদান সংক্রান্ত নীতিমালা আগামী ৩ মাসের মধ্যে প্রণয়ন করতে হবে।

সরকারি তহবিল থেকে ১০০ ভাগ বেতন জারি : পৃ: ১১ ক: ৫

(১২ পৃষ্ঠার পর)

দেয়ার দাবি মানতে গিয়ে সরকার যেসব শ
আরোপ করেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে
বেসরকারি শিক্ষকরা। বেসরকারি শিক্ষ
নেতৃবৃন্দ সরকারের এ পদক্ষেপকে প্রতিশ্রুতি
ভঙ্গ ও শিক্ষকদের সঙ্গে চরম প্রতারণা ব
আখ্যায়িত করেছেন।

নেতৃবৃন্দ বলেছেন, সরকার তার নির্বাচনী
প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে। শিক্ষকদের কো
দাবি পূরণ করেনি। তারা বলেন, সরকা
১০ ভাগ বেতন দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স
অর্থ নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অচল করে দেয়া
সুদূরপ্রসারি পদক্ষেপ নিয়েছে। তারা বলেন
শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণ করা হলেই কেবল
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আদায়কৃত সব অ
সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হবে নয়তো
এক পয়সাও সরকার নিতে পারবে না।

একইভাবে তারা বলেছেন, সরকার যদি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয় নিয়ে ১০ ভাগ বেত
প্রদান করে, তাহলে সরকারের দেয়া ১
ভাগ বেতন প্রত্যাখ্যান করা হবে। তা
বলেন, সরকারের এ ধরনের প্রজ্ঞাপ
শিক্ষকরা মেনে নেবেন না, মেনে নিতে
পারেন না।

জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধা
সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমে
বলেছেন, সরকার যদি বেসরকারি শিক্ষা
প্রতিষ্ঠান সরকারি না করে ছাত্র বেতন নিতে
চায় তাহলে শিক্ষা ক্ষেত্রে আগুন জ্বলবে
একইভাবে এই জোট সরকার শিক্ষক-বিদ্বে
হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কারণ জো
সরকারই সব প্রক্রিয়া করে গেছে। এক
সঙ্গে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ও
আদেশ বাতিল করার আহ্বান জানিয়েছেন।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য জোটের প্রধা
সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ মো. সেলিম ভূঁইয়া বর্ধি
১০ ভাগ বেতনসহ ১০০ ভাগ বেত
সরকারি তহবিল থেকে প্রদানের প্রজ্ঞাপ
জারি করায় সরকারকে অভিনন্দ
জানিয়েছেন। তবে ছাত্র বেতন নেয়া
ব্যাপারে তিনি কোন মন্তব্য করেননি।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স
যোগাযোগ করা হলে নাম প্রকাশ না করা
শর্তে এক কর্মকর্তা জানান, বিদায়ী সরকা
সব প্রক্রিয়া শেষ করে গেছে। সেভাবে
কাজ করা হয়েছে। এর বেশি তার পক্ষে
বলা সম্ভব নয় বলে জানান। তবে বিদায়ী
মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী কারও সঙ্গেই যোগাযোগ
করা সম্ভব হয়নি।